

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

3434 - গর্ভবতী নারীর জন্য রোযা রাখা উত্তম; নাকি না-রাখা?

প্রশ্ন

গর্ভবতী নারীর জন্য রোযা রাখা উত্তম; নাকি না-রাখা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অন্য নারীর মত গর্ভবতী নারীও রোযা রাখার ভারপ্রাপ্ত। তবে যদি গর্ভবতী নারী নিজের জন্য কথিবা নিজের গর্ভস্থতি সন্তানকে ক্ষতির আশংকা করলে তাহলে তার জন্য রোযা না-রাখা জায়গে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ তাআলার বাণী, “আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরবর্ত্তে ফদিয়া দয়ো তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪]-এর ব্যাপারে বলেন: এটি আয়াতটি বয়োবৃদ্ধ নর ও নারীর জন্য অবকাশ। তারা রোযা রাখতে পারলেও রোযা রাখার পরবর্ত্তে প্রতিদিন একজন মসিকীনকে খাদ্য দবিনে এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী যদি তাদের সন্তানকে ক্ষতির আশংকা করলে তাহলে রোযা না-রখে খাদ্য দান করবেন। [সুনানে আবু দাউদ (২৩১৭), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (৪/১৮ ও ২৫) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

জনে রাখা বাঞ্ছনীয় য়ে, গর্ভবতী নারীর জন্য রোযা না-রাখা জায়গে, ওয়াজবি ও হারাম:

যদি রোযা রাখতে তার কষ্ট হয়; কিন্তু কোন ক্ষতি না হয়; তাহলে রোযা না-রাখা জায়গে।

যদি রোযা রাখলে তার নিজের কথিবা তার গর্ভস্থতি সন্তানকে ক্ষতি হয় তাহলে রোযা না-রাখা ওয়াজবি।

আর যদি রোযা রাখলে তার কোন কষ্ট না হয় তাহলে রোযা না-রাখা হারাম।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থার কোন একটি অবস্থা হবে:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

১। গর্ভবতী নারী কর্মঠ ও শক্তিশালী হওয়া। (রোযা রাখার দ্বারা) তার কোন কষ্ট না হওয়া এবং তার গর্ভস্থতি সন্তানরে উপর কোন প্রভাব না পড়া। এ নারীর উপর রোযা রাখা ফরয। কনেনা রোযা বর্জন করার ক্ষত্রে তার কোন ওজর নই।

২। গর্ভবতী নারী রোযা রাখতে সক্ষম না হওয়া। গর্ভরে কাঠনিযরে কারণে কথিবা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে কথিবা অন্য কোন কারণে। এক্ষত্রে তনি রোযা রাখবনে না। বশিষেতঃ যদি তার গর্ভস্থতি সন্তানরে ক্ষতি হয় সক্ষেত্রে রোযা না রাখা তার উপর ফরযও হতে পারে।

[ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (১/৪৮৭)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারীর হুকুম রোগীর হুকুমরে মত। যদি রোযা রাখা তাদের জন্য কষ্টকর হয় তাহলে তাদের জন্য রোযা না-রাখার বধিান রয়েছে। তারা যখন সক্ষমতা অর্জন করবনে তখন রোগীর মত কাযা পালন করবনে। কোন কোন আলমেরে অভিমত হলো: তারা প্রতদিনরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়ালে সেটাই যথেষ্ট। কনিতু এটি দুর্বল ও অনগ্রগণ্য অভিমত। সঠিক অভিমত হলো: মুসাফরি ও রোগীর মত তাদের উপরও কাযা পালন করা আবশ্যিক। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে: “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যদিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

এর সপক্ষে প্রমাণ করে আনাস বনি মালকি আল-কা'বী (রাঃ) এর হাদিস য়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “নশিচয় আল্লাহ তাআলা মুসাফরিরে উপর থেকে রোযা ও অর্ধকে নামায় মওকুফ করছেন এবং গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে রোযা মওকুফ করছেন।” [পাঁচটি গ্রন্থ কর্তৃক সংকলতি]

তুহফাতুল ইখওয়ান বি আজওয়বিহ মুহম্মাহ তাতাআল্লাকু বি আরকানলি ইসলাম (পৃষ্ঠা-১৭১)

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।